সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি

মানবতার ভয়াবহ বিপর্যয়

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

মাকতাবাতুস সালাফ

প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

পরিবেশনা
তূবা পাবলিকেশন

প্রকাশকাল:
অক্টোবর ২০২৬ ঈসায়ী

অঙ্গসজ্জা
আতাউল্লাহ্

মুদ্রণ:
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN:

নির্ধারিত মূল্য : ১১০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

প্রথমে লেখাটা শুরু করেছিলাম, 'মুরদান' কারা? তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে কিনা? তাদের সাথে সম্পর্কিত আরও কোনো বিধিবিধান আছে কিনা?— এসব নিয়ে। কারণ 'যে পাপ পশুও করে না' শিরোনামে একটি খুৎবা প্রস্তুত করতে যেয়ে পড়াশুনা শুরু করে এসব বিষয় নিয়ে লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম। কেননা বিষয়টি নিয়ে যতবেশি ঘাঁটাঘাটি করছিলাম, ততবেশি শিহরিত হচ্ছিলাম। আশ্চর্য হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, বিষয়গুলো এত মারাত্মক, অথচ বেশিরভাগ মানুষেরই এসব ব্যাপারে ধারণা নেই। এমনকি আমারও এ ব্যাপারগুলো ঠিক এভাবে জানা ছিলো না। সেজন্য এ ব্যাপারে লেখার প্রয়োজন বোধ করছিলাম। কারণ আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সার্বিক জীবনে এ বিষয়টি জানা খুবই দরকার। অন্যথা নিজের অজান্তেই গোনাহ হয়ে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি আছে বৈকি। বরং মহাপাপ সমকামিতা পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে — আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযতে রাখুন—।

শুরুতে শুধু মুরদান তথা দাড়িবিহীন কিশোর-তরুণ-যুবকদের সাথে উঠাবসা বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে লিখতে চেয়েছিলাম। সেই চিন্তা থেকে কিন্তু গবেষণা করতে করতে মনে হলো, এ নিয়ে আরো ব্যাপকভাবে লেখা উচিত।

সব যুগে ও সব সমাজে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানা ও ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক চলা সকলের উপর অপরিহার্য। কারণ সর্বযুগে ও সব সমাজে মুরদান তথা কিশোর-তরুণেরা ছিল, আছে এবং থাকবে। বিশেষ করে স্কুল-মাদরাসাসহ যেখানে যেখানে কিশোর, তরুণ ও যুবকদের আনাগোনা বেশি থাকে এবং তাদের সাথে মিশতে হয়, ওঠাবসা করতে হয়, সেসব জায়গায় কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী।

এ লেখায় আমি মুরদান বা দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক সম্পর্কে ইসলামের বিধিবিধান কী হতে পারে, তা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ একক তাওফীকদাতা।

সূচীপত্র

মুরদান কারা? ॥ ৯

দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে তাকানোর বিধান: ১০

দাড়িবিহীন বড়দের দিকে তাকানো যাবে কিনা? ॥ ১৭

হারাম হওয়ার জন্য দাড়িবিহীন হওয়া শর্ত নয়: ১৯
দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের সাথে মুছাফাহা করার বিধান: ১৯
কিশোর-যুবকদের সাথে নির্জনে যাওয়ার বা থাকার বিধান: ২১
মুরদানের সাথে কোলাকুলি করা ও তাকে চুমু খাওয়ার বিধান: ২৩

ছোট মেয়েদের দিকে তাকানো ও চুমু খাওয়ার বিধান কী? ॥ ২৯

নারীরা ছোট মেয়েদের দিকে তাকাতে পারবে কিনা? ॥ ৩২

নারীরা পুরুষদের দিকে তাকাতে পারবে কিনা? ॥ ৩৫

মুরদানের প্রতি আসক্তির কারণ: ৩৮
মুরদানের প্রতি আসক্তির ভয়াবহ পরিণতি: ৪৪

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: ॥ ৪৭

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা: ৪৭
সমকামিতা কী? ৪৮
ইসলামের চোখে সমকামিতা: ৪৮
সমকামিতার ব্যাপারে কুরআন কী বলে? ৪৯
সমকামিতার ব্যাপারে হাদীছ কী বলে? ৬০
ইসলামে সমকামিতার ক্ষতি: ৬২
ইসলামে সমকামিতার দণ্ডবিধি: ৬৪
ঘটনাটির ধারাবিবরণ: ৭১
লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা: ৭৬
উক্ত ঘটনাকেন্দ্রিক দু'টি বিভ্রাট ও তার জবাব: ৭৭

প্রথম সমকামীদের শাস্তি: ৭৯
প্রথম সমকামীদের শাস্তি ও মৃত সাগর: ৮২
বিভিন্ন ধর্মে সমকামিতা: ৮৪

সমকামিতা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: ॥ ৮৫

বাংলাদেশে সমকামিতা:..... ৮৫
দুটি সূত্র: ৯১
ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার প্রসঙ্গ: ৯২
বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন কি? ৯৭
প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ট্রান্সজেন্ডারের আড়ালে ওরা আসলে কী চায়? . ৯৮

মুরদান কারা?

'মুরদান' (مُرْدَانٌ) শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে, 'আমরাদ' (أَمْرَدُ)।[১] 'আমরাদ' এমন তরুণ, যার দাড়ি বের হওয়ার বয়স হয়ে গেছে, গোঁফ গজাতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও দাড়ি বের হয়নি।[২]

বুজাইরিমী ﵀ বলেন, الْمُرَادُ بِالْأَمْرَدِ مَنْ لَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى أَوَانِ إِنْبَاتِهَا غَالِبًا 'আমরাদ দ্বারা এমন মানুষ উদ্দেশ্য, যার এখনও দাড়ি গজায়নি এবং বেশির ক্ষেত্রে দাড়ি উঠার বয়সও হয়নি'।[৩]

অতএব, দাড়িবিহীন শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুবকরা মুরদানের আওতাভুক্ত হবে। তবে যেসব তরুণের দাড়ি-গোঁফ এখনও গজায়নি; কিন্তু গজানোর উপক্রম হয়েছে, তারা এই তালিকার শীর্ষে থাকবে।

উল্লেখ্য, আমি এই লেখায় 'আমরাদ' বা 'মুরদান' শব্দের ভাবার্থ হিসেবে 'দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক' শব্দ ব্যবহার করেছি।

আরো একটি বিষয় বলে রাখি, এখানে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকরা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেও উদ্দেশ্য কেবল তারাই নয়। বরং তাদের ক্ষেত্রে যা যা ঘটতে পারে, তা যদি অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটে, তাহলে তারাও এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তবে, এ ধরনের দাড়িবিহীন সুশ্রী কিশোর-তরুণ-যুবকদের প্রতি নারী-পুরুষ যে কারোরই ভিন্ন আকর্ষণ হতে পারে এবং হওয়া সহজ বলে তাদের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

---

[১] দোযী, তাকমিলাতুল মা'আজিম আল-আরাবিয়্যাহ, (ইরাক: সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম মন্ত্রণালয়, ১ম মুদ্রণ: ১৯৭৯-২০০০ খৃ.), ১০/৩৯।

[২] ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব, (বৈরূত: দারু ছদির, ৩য় মুদ্রণ: ১৪১৪ হি.), ৩/৪০০১।

[৩] সুলায়মান আল-বুজাইরিমী, হাশিয়াতুল বুজাইরিমী আলাল খত্বীব, (দারুল ফিকর: ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খৃ.), ৩/৩৮৩।

দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে তাকানোর বিধান:

প্রথমত: আমরা জানি, যা কিছু ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে বা কামভাবের উদ্রেক ঘটাতে পারে অথবা হারাম বিষয়ে নিমজ্জিত করতে পারে, তার সবকিছুর দিকে দৃষ্টি দিতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.
>
> 'মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে' *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*।

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

> الْبَصَرُ هُوَ الْبَابُ الْأَكْبَرُ إِلَى الْقَلْبِ، وَأَعْمَرُ طُرُقِ الْحَوَاسِّ إِلَيْهِ، وَبِحَسَبِ ذَلِكَ كَثُرَ السُّقُوطُ مِنْ جِهَتِهِ. وَوَجَبَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ، وَغَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَكُلِّ مَا يُخْشَى الْفِتْنَةُ مِنْ أَجْلِهِ.
>
> 'চোখ হচ্ছে হৃদয়ে প্রবেশের সবচেয়ে বড় দরজা এবং ইন্দ্রিয়সমূহে ঢোকার সবচেয়ে উর্বর পথ। এই চোখের কারণেই পদস্খলন ঘটে। ফলে সে ব্যাপারে সতর্ক করা জরুরী। চোখের কারণে যত হারাম কাজ হতে পারে এবং যত ধরনের ফেতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তার সবগুলো থেকে চোখতে অবনমিত রাখা অপরিহার্য'।[৪]

---

[৪] কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন –তাফসীর কুরতুবী- (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ: ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.), ১২/২২৩।

আল্লামা সা'দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَرْشِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَقُلْ لَهُمْ: الَّذِيْنَ مَعَهُمْ إِيْمَانٌ، يَمْنَعُهُمْ مِنْ وُقُوْعِ مَا يُخِلُّ بِالْإِيْمَانِ: {يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} عَنِ النَّظَرِ إِلَى العَوْرَاتِ وَإِلَى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ، وَإِلَى المُرْدَانِ الَّذِيْنَ يُخَافُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ، وَإِلَى زِيْنَةِ الدُّنْيَا الَّتِيْ تَفْتِنُ، وَتُوْقِعُ فِي الْمَحْذُوْرِ.

'আপনি মুমিনদেরকে নির্দেশনা দিন এবং তাদেরকে বলুন, যাদের সাথে ঈমান আছে, সেই ঈমানের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে এমন বিষয় থেকে তাদেরকে তাদের ঈমানই বাধা প্রদান করবে: তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে গোপন বিষয়সমূহ থেকে, বেগানা নারীদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে এবং এমন কিশোর-যুবকের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে, যাদের দিকে তাকালে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। অনুরূপভাবে তারা দুনিয়াবী এমন সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে তাদের চোখকে অবনমিত রাখবে, যেসব সৌন্দর্য ফেতনায় ফেলতে পারে এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে নিপতিত করতে পারে'।[৫]

অতএব, নারী-পুরুষ কারো জন্যই এমন জিনিসের দিকে তাকানো সমীচীন হবে না, যেদিকে তাকালে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে বা তাকে ফেতনায় ফেলতে পারে অথবা হারাম বিষয়ে প্রবেশ করাতে পারে।

দ্বিতীয়ত: দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের দিকে কামভাবের[৬] সাথে তাকালে নিষিদ্ধ হবে নাকি স্বাভাবিকভাবেও তাকানো যাবে না? নাকি ফেতনার ঝুঁকি থাকলেও তাকানো যাবে না? তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদকে চারভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে-

(১) কেউ কেউ বলেছেন, দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক তো বটেই, এমনকি কামভাব নিয়ে কারো দিকেই তাকানো যাবে না। বরং কামভাব নেই, কিন্তু ফেতনার ঝুঁকি আছে, এমতাবস্থায়ও তাকানো যাবে না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

[৫] আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ: ১৪২০ হি./২০০০ খৃ.), পৃ. ৫৬৬।

[৬] এখানে কামভাব বলতে যৌন কামভাবও হতে পারে আবার চোখের মজা নেওয়াও হতে পারে, যেমনটা আমরা এরই লেখার বিভিন্ন জায়গায় উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।